ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত। ছোট থেকে আমার মধ্যেও হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে একটা ফ্যান্টাসি গড়ে উঠেছিল। সেই জন্যে আমি সুইৎজারল্যান্ডের সিজার রিৎজ় কলেজে বিজ়নেস ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করি। তার পর প্যারিসের লে কর্ডন ব্লে প্যারিস ফ্রেঞ্চ পেস্ট্রির উপর একটা ডিপ্লোমা কোর্সও করি। এর পর পরই একটা দারুণ সুযোগ আসে, ইর্স্টানশিপের। বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ চকোলেটিয়ার জিন চার্লস রোকক্সের সঙ্গে তিন মাস কাজ করি। এই অভিজ্ঞতা আমার কাছে খুব স্পেশাল। প্রচুর শিখেছি। তখন থেকেই নিজের বেকারি শপ খোলার কথা ভাবছি। ২৩ বছর বয়সে লা ১৫ প্যাটিসেরি সেট আপ করি। এত কম বয়সে শুরু করেছিলাম বলে মনে কোনও ভয় ছিল না। জানতাম হারাবার কিছু নেই। সো ফার ইট হ্যাজ় বিন ভেরি এক্সাইটিং। প্রতিটা দিন ভীষণভাবে উপভোগ করেছি। আর এখন তো শপে না এসে একদিনও থাকতে পারি না। আমার পরিবারের সাপোর্ট না থাকলে অবশ্য এতটা এগোতে পারতাম না। আমার থেকেও বেশি ওরা আমার আইডিয়াতে বিশ্বাস রেখেছিলেন। যখনই আমার মনে কোনও সন্দেহ জাগত, আমার পরিবারের সদস্যরা আরও বেশি করে আমাকে মোটিভেট করতেন। ওদের এনকারেজমেন্ট ছাড়া লা ১৫ শুধুমাত্র আমার একটা স্বপ্নই হয়ে রয়ে যেত। ফিনানশিয়ালি ও ইমোশনালি, মাই ফ্যামিলি হ্যাজ় বিন মাই ব্যাকবোন।

ফ্রেঞ্চ স্টাইল আমাকে খুব প্রভাবিত করেছে। হয়তো ও দেশে পড়াশোনা করার জন্যে। তাই লা ১৫-এও ফ্রেঞ্চ স্টাইল ডেসার্ট পাওয়া যায়। আর যদি স্পেশালিটি বলেন, তা হলে বলব ম্যাকারুন। যাঁরাই খেয়েছেন, প্রত্যেকে প্রশংসা করেছেন। যখন প্যারিসে থাকতাম, নানা ধরনের পেস্ট্রি শপে খেতে যেতাম। আর ম্যাকারুন ওয়াজ় মাই ফেভারিট। আর ভাবতাম আমাদের দেশে এরকম কিছু পাওয়া যায় না কেন। তখন থেকেই ঠিক করেছিলাম, যেদিন নিজের বেকারি খুলব, ম্যাকারুন মেনুতে থাকবেই। আর এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট। ম্যাকারুনের মতো একটা ডেসার্ট ভারতে আনতে পেরেছি ভেবেই গর্ববোধ হয়। আরও একটা বিষয় আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ।। আগে পেস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রির ভারতে সেরকম কোনও আলাদা পরিচিতি ছিল না। কিন্তু এখন সময়ের সঙ্গে পেস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি জনপ্রিয় হয়েছে, একটা আলাদা পরিচিতি লাভ করেছে। লোকে এখন পেস্ট্রি শেফ হতে চায়। কোথাও না কোথাও মনে হয় এই পালাবদলে আমারও কিছু অবদান আছে। অনেকেই জিজ্ঞেস করেন যে এতদিন ধরে এই পেশায় আছি, নিশ্চয় কোনও আক্ষেপও আছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে আমার কোনও আক্ষেপ নেই। কাজ করতে গিয়ে শুধুই সাফল্য পাইনি। অনেকবার হেরেছি, কিন্তু থেমে থাকিনি। সব অভিজ্ঞতা থেকেই তো কিছু না কিছু শেখার থাকে, আমিও রোজ সমৃদ্ধ হয়েছি। ভুল করেছি, শিখেছি, আবার শুধরে নিয়েছি। তাই আক্ষেপ করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সুযোগ পেলেও আমি অন্য কোনও পেশায় যেতে চাইব না। আই অ্যাম হ্যাপি ইন দ্য স্পেস আই অ্যাম। এখন আরও পেস্ট্রি শপ আছে, বাট আই ডোন্ট কম্পিট উইথ দেম। লা ১৫-তে আমরা শুধু নিজেদের কথাই ভাবি। আমাদের কম্পিটিটর আমরা নিজেরাই, আগের দিন যেটা করলাম, সেটাকে পরের দিন আরও ভাল করে করার চেষ্টা করি। আইডিয়া, এক্সিকিউশন, অপারেশন, সবেতেই নতুনত্ব আনার চেষ্টা করি। আমার কাছে আমার পেশাটা শুধুমাত্র 'ওয়র্ক' নয়, আমার প্যাশন। তাই নিজেকে

পারুল শুক্লা

মোটিভেট করতে কোনও সমস্যাই হয় না। ভবিষ্যতে আরও স্টোর খোলার ইচ্ছে আছে। ভাবছি একটা বই লিখব। সবই সামনের বছরের জন্যে তুলে রেখেছি। ডাইভার্সিফিকেশন না করলে স্ট্যাগনেশন চলে আসে। অ্যান্ড আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি স্ট্যাগনান্ট। আই হ্যাভ মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ।

সাক্ষাৎকার: ঋতুপর্ণা রায়

পারুল শুক্লা পা র্সো না ল শ পা র

আমার গ্র্যাজুয়েশন বিজ়নেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়ে। কার্ডিফ বিজ়নেস স্কুল থেকে বিজ়নেস অ্যাডমিনিস্ট্রিশেনে বিএসসি করি। তারপর মাস্টার্স ইন্টারন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট রিলেশনস বিষয়ে, লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স থেকে। ইমেজ ফর ইউ কনসালটিং শুরু করার আগে অবশ্য আমার অন্য কাজের অভিজ্ঞতা ছিল। প্রথমে লন্ডনে তারপরে মুম্বইতে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কে আমি প্রায় ছ' বছর চাকরি করি। কর্পোরেট ওয়র্ল্ডে দীর্ঘদিন কাজের এই অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে আমাকে ইমেজ ফর ইউ সেট আপ করতে সাহায্য করেছে। তবে এটা ঠিকই যে ইমেজ কনসালটিং ও পার্সোনাল শপিং এর আইডিয়াটা এখানে সেরকমভাবে জনপ্রিয় নয়। বিদেশের লাইফস্টাইল ও কালচারে ইট ইজ় ভেরি প্রিডমিনেন্ট। তবে ভারতেও এই ইন্ডাস্ট্রি যে একেবারে ঘুমিয়ে তা নয়। এই ধরনের বিজ়নেসের গ্রোথের অনেক সুযোগ যেমন রয়েছে, তেমনি এর পোটেনশিয়াল রয়েছে সেটাও মানতে হবে। আর আমার মনে হয় শপিং, ইমেজ মেকিং এর এই